ই - সংবাদ

গরীব মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ঃ - সহিদ চৌধুরী

সোনামুড়া, ২০ এপ্রিল ।। সব অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে উন্নয়নমূলক কাজ রুপায়ন করছে । আমরা তার সুফলও পাচ্ছি । বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে । বক্সনগর সমর স্মৃতি মিলনায়তনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উপর গতকাল অনুষ্ঠিত একদিনের সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্সনগর ব্লকের রহিমপুর, আশাবাড়ী, মধ্য বক্সনগর, বক্সনগর, বাগবের, কলসীমুড়া, উত্তর কলমচৌরা ও দক্ষিণ কলমচৌরা এই আটটি পঞ্চায়েতের ২৬২ জন সংখ্যালঘু সুবিধাভোগীকে এম এস ডি পি প্রকল্পে আবাসন তৈরীর জন্য প্রথম কিস্তির ৩০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয় । উল্লেখ্য, এই বছর বক্সনগর ব্লকে এই প্রকল্পে ৭১৬টি সংখ্যালঘু পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে । প্রতিটি গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এদিনের সচেতনতা শিবিরে সভাপতিত্ব করেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তার । অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়ভূষণ সরকার, সিপাহীজলা জিলাপরিষদের সদস্য তপন বিকাশ পাল, জয়া রায়, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা মুসলেমউদ্দীন আহমেদ, সোনামুড়া মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সুমিত লোধ, বক্সনগর ব্লকের বি ডি ও অমর্ত্য বর্মণ প্রমুখ ।

সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী আলোচনায় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ তুলে ধরেন । রেগায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া গরীব মানুষের উপর বিরাট অর্থনৈতিক আঘাত বলে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের ঋণ মকুব করছে অথচ গরীব মানুষের উপর ঋণের বোঝা চাপাচ্ছে । এদিনের সচেতনতা শিবিরে জিলা পরিষদ সদস্য তপন বিকাশ পাল বলেন, সারা দেশে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে । তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার আশানুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে না । অপরদিকে রাজ্য সরকার সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা মুসলেমউদ্দীন আহমেদ বলেন, এম এস ডি পি প্রকল্পে বক্সনগর হাসপাতাল, নগর ও ভেলুয়ারচর স্কুলবাড়ী নির্মাণ, বক্সনগরে মুসলিম ছাত্রী নিবাস নির্মাণ সহ বক্সনগর ব্লক এলাকায় আরো কিছু প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে ।

উনকোটি জেলা হাসপাতালে জনঔষধি কেন্দ্র

কৈলাসহর, ২০ এপ্রিল ।। গতকাল উনকোটি জেলা হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, জেনেরিক মেডিসিন সাধারণ গরীব মানুষের জন্যে সহায়ক হবে । অনুষ্ঠানে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিনহা ও চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মনীষ সাহা ও জেলা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ বাপু সেন আলোচনা করেন । প্রত্যেক বক্তাই বলেন, কম দামে জেনেরিক মেডিসিনের চাহিদা বাড়ছে । সে ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটিও রোগীদের সাহায্যে আসবে । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মার্কফেড-এর চেয়ারম্যান হরিশংকর দেবনাথ । স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যুরো অফ ফার্মা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং অব ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ্মকুমার দেববর্মা।

নালকাটায় প্রশাসনিক শিবির

কুমারঘাট, ২০ এপ্রিল ।। কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল পেঁচারথল ব্লকের নালকাটা ভিলেজের নালকাটা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে একদিনের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় । শিবিরে মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি, নালকাটা ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান শিউলী ভৌমিক, পেঁচারথল ব্লক আধিকারিক পীযুষ দেব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। শিবিরে ১১৫টি পি আর টি সি, ৯২টি এস টি ও ১৬টি ইনকাম সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় । চিকিৎসকগণ ১৭ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ঔষধপত্র বিতরণ করেন । প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের চিকিৎসকগণ ৭৫৮টি গবাদী পশু পাখির চিকিৎসা করেন এবং প্রাণী পালকদের বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা হয় ।

মোহনপুরে পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ প্রতিযোগিতা শুরু

মোহনপুর, ২০ এপ্রিল ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এবং মোহনপুর পুর পরিষদের পরিচালনায় মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে আজ থেকে শুরু হয়েছে দু-দিনব্যাপী মোহনপুর পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর । এর উদ্বোধন করেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে রাজ্য সরকার এই জাতীয় কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । তিনি আরও বলেন, প্রতিটি অঞ্চলে ক্রীড়া প্রতিভা রয়েছে। প্রতিভা অন্বেষণের পাশাপাশি সকল অংশের মানুষ যেন খেলাধূলায় সুযোগ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেই গ্রামীণ ক্রীড়া আসরের আয়োজন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন ঝর্ণা মজুমদার । উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণও মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক । মোহনপুর পুর পরিষদের ১৩টি ওয়ার্ডের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ আজ ফুটবল, দড়ি টানাটানি, মিউজিক্যাল বল, হাড়িভাঙ্গা ও অ্যাথলেটিক্স খেলায় অংশ নিয়েছেন । আগামীকাল এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খো - খো, কাবাডি এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য, এর আগে সংশ্লিষ্ট পুর পরিষদের ১৩টি ওয়ার্ডে এই প্রতিযোগিতায় ২৩৬১ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

সিপাহীজলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫১৫৬টি বেঞ্চ

বিশ্রামগঞ্জ, ২০ এপ্রিল ।। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে ৫ হাজার ১৫৬টি বেঞ্চ প্রদানের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ১৪৮টি বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ১০৫টি বেঞ্চ প্রদানের কর্মসূচি রয়েছে । বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বক্সনগর ব্লক থেকে ২২টি, কাঁঠালিয়া ব্লক থেকে ২৫টি, চড়িলাম ব্লক থেকে ১২টি, বিশালগড় ও জম্পুইজলা ব্লক থেকে যথাক্রমে ৬৬টি ও ২৩টি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ প্রদান করা হবে । চলতি অর্থবছরে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে নিজস্ব পরিকাঠামোগত সংস্কার প্রকল্পের মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত ১২৩টি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৫১টি বেঞ্চ প্রদানের কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে বক্সনগর ব্লকের ৩০টি বিদ্যালয়ে ৯৮৫টি, নলছড় ব্লকের ৪২টি বিদ্যালয়ের ৫৩৭টি, কাঁঠালিয়া ব্লকের ৩০টি বিদ্যালয়ে ১২৭টি, মোহনভোগ ব্লকের ১৭টি বিদ্যালয়ের ৩০২টি, বিশালগড় ব্লকের ৩টি বিদ্যালয়ে ৮০টি ও মেলাঘর পুর পরিষদের অন্তর্ভূক্ত ১টি বিদ্যালয়ে ২০টি বেঞ্চ প্রদানের প্রস্তাব রয়েছে ।

উদয়পুরে ১৬০ জন ছাত্রীকে বাই-সাইকেল প্রদান

উদয়পুর, ২০ এপ্রিল ।। উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের অধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠরতা ১৬০ জন ছাত্রীকে বাই-সাইকেল দেয়া হয়েছে । এর মধ্যে তেপানীয়া ব্লক এলাকার ৫টি বিদ্যালয়ের যথা তেপানীয়া কলোনী হাইস্কুল, গোয়াল গাঁও হাইস্কুল, সাঁতারিয়া হাইস্কুল, গকুলপুর হাইস্কুল ও আমতলী হাইস্কুলের ৮৪ জন ছাত্রী বাই-সাইকেল পেয়েছে । অন্যদিকে, কিল্লা ব্লক এলাকার লক্ষণ পাড়া হাইস্কুল, দেবতামুড়া হাইস্কুল, জলেমা বসন্তপাড়া হাইস্কুল, মৈতুলংবাড়ী হাইস্কুল ও খুপিলং হাইস্কুলের নবম শ্রেণীতে পাঠরতা ৭৬ জন ছাত্রীকে বাই-সাইকেল দেয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে ।

সিপাহীজলায় এক লক্ষ বাঁশের নার্সারি

বিশ্রামগঞ্জ, ২০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলাতে এম জি এন রেগার মাধ্যমে মোহনভোগ ব্লকে এ বছর ১ লক্ষ বাঁশের নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে । এতে ৩৬ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় হয় । নলছড় ব্লক এলাকায় ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার বাঁশের নার্সারী করা হয়েছে । এছাড়া জম্পুইজলা ব্লক এলাকাতে নতুন করে বাঁশের নার্সারী এবং ৩৬ হেক্টর এলাকাতে বাঁশের বাগান করা হবে । এতে ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৪১৬ টাকা । ইতিমধ্যে ব্লক এলাকায় ৩০ হেক্টর এলাকায় বাঁশের বাগান করা হয় । এতে এলাকার ১৪০ জন উপকৃত হন । এতে ব্যয় হয় ৪৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬১১ টাকা । এদিকে নলছড় ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ৭০ হাজার বাঁশের নার্সারী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

আমবাসায় গ্রামীণ ক্রীড়া

আমবাসা, ২০ এপ্রিল ।। আমবাসা পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া গতকাল শুরু হয়েছে । চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক । প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ব্যাপক অংশের মানুষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সামিল হন । প্রতিযোগিতা শুরুর আগে উদ্বোধক চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, পুর পরিষদের প্রধান অতিথি ভাইস চেয়ারপার্সন কানাই পাল, আমবাসার মহকুমা শাসক শক্তিপদ পাল, অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা পুর পরিষদের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিপ্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন । আজ চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, গোপাল সর্দার পাড়া হাই স্কুল, ডলুবাড়ি গেইট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় ।

বিলোনীয়ায় বর্ষবরণ উৎসব ২২ শে

বিলোনীয়া, ২০ এপ্রিল ।। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামী ২২ এপ্রিল থেকে তিন দিন ব্যাপী জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুক্তমঞ্চে বর্ষবরণ, লোক সংস্কৃতি এবং পান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । উৎসবের উদ্বোধন করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার । ২৩ এপ্রিল মহামায়া বাড়ী মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে মা ও শিশু মেলা এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির । ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে সমবায় প্রথায় কৃষি ও পান চাষ বিষয়ক আলোচনাচক্র । এর উদ্বোধন করবেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান । উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে রাজ্য ও বহির্রাজ্যের শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে ।

গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্কের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। জম্পুইজলার বুড়িমা নদীতটে গড়ে উঠছে সুরম্য গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্ক। পাশাপাশি গোলাঘাটী বুড়িমা নদীর তটভূমিকেও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । উল্লেখ্য, এই শহীদ স্মৃতি পার্কটি নির্মিত হচ্ছে বুড়িমা নদীর তটভূমিকে কেন্দ্র করেই । গোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি সৌধ ছাড়াও এই পার্কে থাকছে মনোরম ফুলের বাগান ও পাতাবাহার গাছের সমারোহ । থাকবে বিশ্রামাগার, ফুড কোর্ট, শোপিং আর্কেটস, ওয়াচটাওয়ার, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র । করা হবে বিদ্যুতায়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা । নির্মাণ করা হচ্ছে পার্কের ভেতরের সড়ক ।

আগামী অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে এই পার্কের উদ্বোধনের লক্ষ্য স্থির করে দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে । আজ গোলাঘাটীর দয়ারামবাড়ীতে নবনির্মিত কমিউনিটি হলে গুগোলাঘাটী শহীদ স্মৃতি পার্কেঞ্চর অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন । পর্যালোচনা সভায় পার্কের সমস্ত নির্মাণ কাজ আগামী জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পর্যালোচনা সভায় শহীদ স্মৃতি পার্কের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন । তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পার্কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে । পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা । পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা, এম ডি সি রমেন্দ্র দেববর্মা, এম ডি সি মায়ারানী দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে, সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক পি কে চক্রবর্তী । তাছাড়াও পর্যালোচনা সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন, পূর্ত, বন, গ্রাম উন্নয়ন, মহকুমা প্রশাসন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বিশালগড় পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ।। শরীরচর্চা ও খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকে, দেহ মনের বিকাশ হয় । আজ বিশালগড় পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরুদ্দিন আহমেদ এই কথা বলেন। তিনি বলেন, এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সব অংশের ক্রীড়া প্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরীতেও সহায়ক হচ্ছে । বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকার মুড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । দড়ি টানাটানি, মিউজিক্যাল চেয়ার, পাতিল ভাঙ্গা, ভলিবল, ফুটবল, খো- খো ইত্যাদি এই প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল । মোট ২০০ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থ প্রতিম মজুমদার, মহকুমা শাসক নান্টু রঞ্জন দাস ও ক্রীড়া আধিকারিক বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন । সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পুর্ণিমা চক্রবর্তী । প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

জিরানীয়া ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

জিরানীয়া, ১৯ এপ্রিল ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের পরিচালনায় আজ জিরানীয়া ব্লক ভিত্তিক সকলের জন্য গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। শচীন্দ্র নগর কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজিত হয় । প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস ।

উদ্বোধনী ভাষণে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর বলেন, গ্রামীণ ক্রীড়ার মাধ্যমে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বেরিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে । ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ সহ সকল স্তরের মানুষকে খেলাধূলার সাথে যুক্ত করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার লক্ষ্যেই সরকার এই গ্রামীণ ক্রীড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এখন থেকে প্রতিবছরই এই গ্রামীণ ক্রীড়া আয়োজিত হবে । ক্রীড়ানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ চক্রবর্তী ।

তৃণমূলস্তর থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসুক - ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। আমরা চাই সকলের জন্য খেলা । আমাদের ছেলে-মেয়েরা তৃণমূলস্তর থেকে উঠে এসে রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের খেলায় অংশ গ্রহণ করুক, আমরা তা চাই । বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেডিয়ামে দু-দিন ব্যাপী আগরতলা পুর নিগম ব্লক বি ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী । আগামী বছর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে । এতে ফুটবল, খো- খো, কাবাডি এবং ভলিবল ইভেন্টে আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনের ১১টি এবং দক্ষিণ জোনের ১৪টি মোট ২৫টি ওয়ার্ড থেকে খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছেন । যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেন, লেখাপড়ার সাথে সাথে নিয়মিত খেলাধূলাও করতে হবে । আমরা বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। তিনি জানান, আগামী বছর এই গ্রামীণ ক্রীড়াকে রাজ্য ভিত্তিক করার দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে । প্রধান অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা জাতীয় সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করতে এরকম খেলাধূলা গ্রামস্তর থেকে রাজ্যস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, লেখাপড়ার সাথে সাথে শৈশবকাল থেকেই খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা করা প্রয়োজন । এছাড়া, বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী । স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা তাপস রায় । উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ বিশ্বজিৎ দেব, পারিষদ মিঠু শীল, পারিষদ গীতা দেব লোধ সহ ক্রীড়া প্রেমীরা । সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ফুটবল, খো - খো, কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল এই মাঠে অ্যাথলেটিক্স, দড়ি টানাটানি, মিউজিক বল ও পাতিল ভাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হবে ।

ডুকলী ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। তিনদিন ব্যাপী ডুকলী ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গতকাল থেকে আমতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে এবং শহীদ ক্ষুদিরাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে । গতকাল আমতলী মাঠে আয়োজিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা । এতে ২২টি দলের ৩৫২ জন খেলোয়াড় অংশ নেন । আজ এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের মধ্যে দড়ি টানাটানি, অ্যাথলেটিক্স ও মিউজিক বল খেলা । এতে শতাধিক খেলোয়াড় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় (সরকার), ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা তাপস রায়, ডুকলী ব্লকের বি ডি ও শিবজ্যোতি দত্ত প্রমুখ । উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত এই ব্লকের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩টি ভিলেজ স্তরে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । এতে পাঁচ সহস্রাধিক খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন।

প্লাষ্টিক ও পলিথিন ব্যবহার নিয়ে বিশালগড়ে আলোচনাচক্র

বিশালগড়, ১৯ এপ্রিল ।। নারীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের সি আর সি হলে গত ১৭ এপ্রিল প্লাষ্টিক ও পলিথিন দূষণের প্রতিকুল প্রভাব শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনাচক্রে বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী প্লাষ্টিক দূষণের ক্ষতিকারক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এর প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য বিশু কর্মকার তার বক্তব্যে প্লাষ্টিক ব্যবহার রোধে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের দিক তুলে ধরেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্য বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের আহবায়ক মিঠুন রায়, শিক্ষক জীবন চন্দ্র সরকার সহ শিক্ষক -শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। ১৯ এপ্রিল দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত লুটের টাকা সহ ধৃত পুলিশ কনষ্টেবল শীর্ষক সংবাদটির প্রতি তথ্য ও সংস্কৃতি, অর্থ ইত্যাদি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংবাদটির একটি অংশে কনষ্টেবল রতনহরি জমাতিয়া অর্থমন্ত্রীর সরকারী আবাসনে নিরাপত্তার দায়িত্বে যুক্ত রয়েছেন বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থমন্ত্রী এই অংশটির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক প্রতিবাদপত্রে অর্থমন্ত্রী শ্রী সাহা বলেছেন রতনহরি জমাতিয়া নামে কোন কনষ্টেবল তার সরকারী আবাসনে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত নেই। প্রকৃত ঘটনা হল মন্ত্রীদের আবাসে যে হাউজগার্ড এবং মন্ত্রীদের চলাচলের সময় যে পুলিশ এসকর্ট থাকে তাদের নিযুক্তি আরক্ষা দপ্তর থেকে দেয়া হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সময় তারাই তা পরিবর্তনও করে থাকে। এতে মন্ত্রীদের কোন ভূমিকা থাকে না। এছাড়া উল্লিখিত রতনহরি জমাতিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এস আই বি-র গার্ড হিসাবে কর্মরত বলে আগরতলা থেকে প্রকাশিত আরেকটি প্রভাতি দৈনিকে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং জনমনে তাকে হেয় করার লক্ষ্যে সংবাদটির এই অংশে তাকে জড়ানো হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী এই প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ করেছেন।

উদয়পুরে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও রাজর্ষি উৎসবের প্রস্তুতি

উদয়পুর, ১৯ এপ্রিল ।। গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহার সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন ও রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব, তেপানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিজন চক্রবর্তী, জিলাপরিষদের সদস্যগণ, উদয়পুর মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতাবাড়ী ব্লকের বি ডি ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ উৎসবের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২৫শে বৈশাখ অর্থাৎ ৯ মে থেকে ১১ মে তিনদিন ব্যাপী উদয়পুরের রাজনগরে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও রাজর্ষি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসব উপলক্ষ্যে শহরতলীর বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য র‍্যালী, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধূলা, স্বাস্থ্য শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান ও কবি সম্মেলন আয়োজিত হবে। এছাড়া, বিভিন্ন দপ্তর থেকে উন্নয়ন প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে। উৎসব উপলক্ষ্যে স্মরণিকাও প্রকাশ করা হবে। রাজর্ষি উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে ১টি উপদেষ্টা কমিটি, ১টি পরিচালন কমিটি ও ৯টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিচালন কমিটির সভাপতি হয়েছেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা। আহ্বায়ক হয়েছেন উদয়পুর মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় জিলা সভাধিপতি সুনীতি সাহা রাজর্ষি উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশালগড় বাজারে শেড তৈরীর কাজ চলছে

বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ।। কৃষি ও মৎস্য দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় মৎস্য ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিশালগড় বাজারে দ্বিতল মৎস্য শেড তৈরীর কাজ চলছে। এজন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই মৎস্য শেডে ১২৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী স্থায়ী ভাবে ব্যবসার সুযোগ পাবেন। বিশালগড় এগ্রি প্রোডিউসিং মার্কেট ম্যানেজিং কমিটির সহ সম্পাদক স্বপন কুমার লস্কর এই তথ্য দিয়ে জানান, এছাড়াও এখানে সব্জি শেড, গরুর বাজার শেড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশালগড় বাজারে ২৬৮ জন স্থায়ী ও ৩২০ জন অস্থায়ী ব্যবসায়ী রয়েছে।

সোনামুড়ায় বিভিন্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে

বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল ।। পূর্ত দপ্তরের সোনামুড়া ডিভিশনের উদ্যোগে রাঙ্গামুড়া বাজার থেকে থামভামুড়া জে বি স্কুল পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। অন্যদিকে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুধুরাই কলোনী থেকে রামছড়া ভায়া যজ্ঞটিলা পর্যন্ত ৩.৪৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। পূর্ত দপ্তরের সোনামুড়া ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার এই তথ্য দিয়ে জানান, অনুরূপভাবে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয়ে থলিবাড়ী থেকে দয়াল দাস পাড়া পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

কৃষি কর্মণ পুরস্কার মূল্য স্বরূপ ত্রিপুরা পেয়েছে ৫ কোটি টাকা

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক ২০১০-১১ সাল থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাফল্য স্বরূপ কৃষি কর্মণ পুরস্কার চালু করেছে। ৩টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাফল্যের নিরিখে তৃতীয় ক্যাটাগরির রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা রাজ্য হিসাবে কৃষি কর্মণ জাতীয় পুরস্কার পায় ত্রিপুরা। পুরস্কার মূল্যস্বরূপ ত্রিপুরা ২ কোটি টাকা পায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কৃষি কর্মণ পুরস্কারের জন্য গত ১৪ মার্চ, ২০১৭ দিল্লীতে মোট ১৪টি রাজ্য উপস্থাপনা পেশ করে। এরমধ্যে ঐ অর্থ বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাফল্যের নিরিখে তৃতীয় ক্যাটাগরির রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা রাজ্য হিসাবে দ্বিতীয় বারের জন্য কৃষি কর্মণ জাতীয় পুরস্কার পায় ত্রিপুরা। গত ৩১ মার্চ, ২০১৭ কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক এই পুরস্কারের কথা রাজ্যকে জানায়। পুরস্কার মূল্যস্বরূপ ত্রিপুরা এবার ৫ কোটি টাকা পেয়েছে। এছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য ১ম ক্যাটাগরিতে সেরা রাজ্য হিসাবে তামিলনাড়ু এবং ২য় ক্যাটাগরিতে সেরা রাজ্য হিসাবে হিমাচল প্রদেশ কৃষি কর্মণ জাতীয় পুরস্কার পায়। পুরস্কার মূল্যস্বরূপ এই ২টি রাজ্যকেও ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। মহাকরণে এ তথ্য জানান রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ড. জি এস জি আয়েঙ্গার।

কাকড়াবনে লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে দেয়া হবে বাদ্যযন্ত্র

উদয়পুর, ১৯ এপ্রিল ।। কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গতকাল সমিতির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ সাহা। সভায় জানানো হয় কাকড়াবন ব্লক এলাকার ১১ জন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের এবং কেন্দ্রগুলির রান্নাঘরের দ্রুত সংস্কারের জন্য দপ্তর থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তী ছাড়াও আগামী দিনে গাজন ও চড়ক মেলার আয়োজন করা হবে। এছাড়া কাকড়াবন ব্লক এলাকার লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে দপ্তর থেকে বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করা হবে।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com